রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, মে ১৫, ২০১৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ কর্তৃপক্ষ

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ৩০ বৈশাখ ১৪২৫ বঙ্গাব্দ/১৩ মে ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

এস, আর, ও নং ১৩১-আইন/২০১৮।—বাংলাদেশ সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব আইন, ২০১৫ (২০১৫ সনের ১৮ নং আইন) এর ধারা ৪৪, ধারা ১৫ এর সহিত পঠিতব্য, এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা:—

১। **শিরোনাম ও প্রবর্তন।**—(১) এই বিধিমালা জাতীয় অগ্রাধিকার প্রকল্প বিধিমালা, ২০১৮ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**—(১) বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোনো কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়—

(১) **"আইন"** অর্থ বাংলাদেশ সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব আইন, ২০১৫ (২০১৫ সনের ১৮ নং আইন);

(২) **"আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি"** অর্থ বিধি ৫ এর অধীন গঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি;

(৩) **"চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষ"** অর্থ আইনের ধারা ২ এর দফা (৬) এ সংজ্ঞায়িত চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষ;

(৪) **"জাতীয় অগ্রাধিকার প্রকল্প"** অর্থ বিধি ৪ এর উপ-বিধি (২) এর অধীন ঘোষিত কোনো প্রকল্প;

(৫) **"পিপিপি কর্তৃপক্ষ"** অর্থ আইনের ধারা ২ এর দফা (১০) এ সংজ্ঞায়িত পিপিপি কর্তৃপক্ষ;

(৬) **"প্রকল্প প্রস্তাব"** অর্থ জাতীয় অগ্রাধিকার প্রকল্প ঘোষণার লক্ষ্যে আইনের ধারা ২০ এ উল্লিখিত অযাচিত প্রস্তাব বা উক্ত অযাচিত প্রস্তাব ব্যতীত অন্য কোনো যাচিত প্রস্তাব;

(৭) **"মন্ত্রিসভা কমিটি"** অর্থ আইনের ধারা ২ এর দফা (২৫) এ সংজ্ঞায়িত মন্ত্রিসভা কমিটি।

(২) এই বিধিমালায় ব্যবহৃত যে সকল শব্দ বা অভিব্যক্তির সংজ্ঞা প্রদান করা হয় নাই সেই সকল শব্দ বা অভিব্যক্তি আইনে যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে প্রযোজ্য হইবে।

মূল্য : টাকা ৮.০০

৩। জাতীয় অগ্রাধিকার প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণ।—(১) কোনো প্রকল্পকে জাতীয় অগ্রাধিকার প্রকল্প ঘোষণার নিমিত্ত চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষ প্রকল্প প্রস্তাব, পিপিপি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরণ করিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন প্রাপ্ত প্রকল্প প্রস্তাব যাচাই করিবার জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় যাচাই কমিটি গঠন করিবে।

(৩) উপ-বিধি (১) এর অধীন প্রকল্প প্রস্তাব প্রাপ্তির পর, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, উহা যাচাই কমিটির মাধ্যমে যাচাই করিয়া, যদি এই মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে,—

(ক) প্রকল্প প্রস্তাবটি জাতীয় অগ্রাধিকার প্রকল্প হিসাবে গ্রহণ করা যাইতে পারে, তাহা হইলে উহা পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য পিপিপি কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করিবে; বা

(খ) প্রকল্প প্রস্তাবটি জাতীয় অগ্রাধিকার প্রকল্প হিসাবে গ্রহণ করা যথাযথ হইবে না, তাহা হইলে উক্ত সিদ্ধান্ত চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিবে।

(৪) উপ-বিধি (৩) এর দফা (ক) এর অধীন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হইতে প্রকল্প প্রস্তাব প্রাপ্তির পর, পিপিপি কর্তৃপক্ষ এতদ্‌সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও মূল্যায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে।

(৫) উপ-বিধি (৪) এর অধীন পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর পিপিপি কর্তৃপক্ষ যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, প্রকল্প প্রস্তাবটি জাতীয় অগ্রাধিকার প্রকল্প হিসাবে—

(ক) বাস্তবায়নের জন্য গ্রহণ করা সমীচীন, তাহা হইলে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়কে অবহিতক্রমে উহা বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া আরম্ভ করিবার জন্য চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিবে; বা

(খ) বাস্তবায়নের জন্য গ্রহণ করা সমীচীন নহে, তাহা হইলে পিপিপি কর্তৃপক্ষ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এবং চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিবে, এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করিতে পারিবে।

৪। মন্ত্রিসভার অনুমোদন।—(১) চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষ বিধি ৩ এর উপ-বিধি (৫) এর দফা (ক) এর অধীন অবহিত হইবার পর, প্রকল্প প্রস্তাবটি মন্ত্রিসভার অনুমোদনের জন্য, নিম্নবর্ণিত তথ্যাদিসহ মন্ত্রী পরিষদ বিভাগে প্রেরণ করিবে, যথা :—

(ক) প্রকল্প প্রস্তাবটি জাতীয় অগ্রাধিকার প্রকল্প হিসাবে অনুমোদন ও ঘোষণার যৌক্তিকতা;

(খ) প্রকল্প প্রস্তাবের পরিধি, সম্ভাব্য বিনিয়োগের ব্যাপ্তি এবং বাস্তবায়নের সময়কাল;

(গ) যে সকল সম্ভাব্য বিনিয়োগকারী বা, ক্ষেত্রমত, বেসরকারি অংশীদার প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছে তাহাদের তথ্য ও উপাত্ত;

(ঘ) বেসরকারি অংশীদার নির্বাচন ও নেগোসিয়েশনের সম্ভাব্য সময়সীমা;

(ঙ) প্রকল্প প্রস্তাব অনুমোদন, বেসরকারি অংশীদার নির্বাচন ও নেগোসিয়েশন করিবার উদ্দেশ্যে গঠিতব্য আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটির সম্ভাব্য সদস্যগণের তালিকা।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত প্রকল্প প্রস্তাবটি মন্ত্রিসভা কর্তৃক অনুমোদনের পর, চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষ, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, প্রকল্প প্রস্তাবটিকে জাতীয় অগ্রাধিকার প্রকল্প হিসাবে ঘোষণা করিবে।

(৩) জাতীয় অগ্রাধিকার প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে, চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষ বা, ক্ষেত্রমত, পিপিপি কর্তৃপক্ষ দেশি বা বিদেশি সম্ভাব্য বিনিয়োগকারীর সহিত যোগাযোগ করিতে পারিবে।

(৪) মন্ত্রিসভা কর্তৃক জাতীয় অগ্রাধিকার প্রকল্প অনুমোদিত হইলে, উহা আইনের ধারা ১৪ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে মন্ত্রিসভা কমিটি কর্তৃক নীতিগতভাবে অনুমোদিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

৫। আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটির গঠন।—(১) মন্ত্রিসভা কর্তৃক জাতীয় অগ্রাধিকার প্রকল্প অনুমোদিত হইবার পর, চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষ, প্রজ্ঞাপন বা আদেশ দ্বারা, আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি গঠন করিবে।

(২) আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি সভাপতিসহ ন্যূনতম ৫ (পাঁচ) জন সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে, এবং তন্মধ্যে অর্থ বিভাগ, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, পিপিপি কর্তৃপক্ষ এবং চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষ হইতে ১ (এক) জন করিয়া প্রতিনিধি থাকিবে।

৬। আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটির কার্যপরিধি।—(১) আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটির কার্যপরিধি হইবে নিম্নরূপ, যথা :—

(ক) বেসরকারি অংশীদারের সহিত জাতীয় অগ্রাধিকার প্রকল্প বিষয়ে আলোচনা করা, প্রয়োজনে, জাতীয় অগ্রাধিকার প্রকল্প সম্পর্কিত আনুষঙ্গিক তথ্যাদি গ্রহণ বা, ক্ষেত্রমত, প্রকল্প প্রস্তাব সংশোধনের জন্য বেসরকারি অংশীদার বা তাহার প্রতিনিধির সহিত আলোচনা করা;

(খ) কারিগরি, আর্থিক সক্ষমতা ও অভিজ্ঞতা মূল্যায়নপূর্বক যোগ্য বেসরকারি অংশীদার শনাক্ত ও নির্বাচন করা;

(গ) জাতীয় অগ্রাধিকার প্রকল্প মূল্যায়ন ও পুনরীক্ষণ করা;

(ঘ) দফা (গ) এর অধীন জাতীয় অগ্রাধিকার প্রকল্প মূল্যায়ন ও পুনরীক্ষণ করিবার ক্ষেত্রে, নিম্নবর্ণিত এক বা একাধিক পদ্ধতি অনুসরণ করা, যথা :—

(অ) সম্মত অন্যান্য প্রকল্প প্রস্তাবের সহিত তুলনামূলক মানদণ্ড;

(আ) সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের বিপরীতে প্রকল্প প্রস্তাবের তুলনা;

(ই) বাজার মূল্যের বিপরীতে প্রকল্প প্রস্তাবে উদ্ধৃত মূল্যের তুলনা;

(ঈ) কারিগরি, আইনগত বা ট্রানজেকশন পরামর্শক দ্বারা প্রকল্প প্রস্তাবের মূল্যায়ন;

(উ) সরাসরি নির্বাচিত দুই বা ততোধিক প্রকল্প প্রস্তাবের তুলনা; বা

(ঊ) মূল্যায়ন-কার্য সম্পাদনের জন্য উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত অন্য কোনো পদ্ধতি;

(ঙ) গ্রহণযোগ্য মূল্যের বিনিময়ে উপযুক্ত মানের গণপণ্য বা গণসেবা নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে, দেশে বা বিদেশে বাস্তবায়িত সমজাতীয় প্রকল্প বিবেচনা করিয়া প্রকল্প প্রস্তাবে বর্ণিত শর্তাবলীর মূল্যায়ন করা;

(চ) জাতীয় অগ্রাধিকার প্রকল্পের জন্য প্রস্তুতকৃত পিপিপি চুক্তির খসড়া চূড়ান্ত করা।

(২) আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি প্রকল্প প্রস্তাব মূল্যায়নে, প্রয়োজনে, কারিগরি সাব-কমিটি গঠন করিতে পারিবে।

৭। আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটির সভা, ইত্যাদি।—(১) আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি, এই বিধির অন্যান্য বিধানাবলি সাপেক্ষে, উহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) কমপক্ষে দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতিতে কমিটির সভার কোরাম গঠিত হইবে, এবং যাহাদের মধ্যে অন্তত এইরূপ ১ (এক) জন সদস্য থাকিবেন যিনি চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষের সহিত সংশ্লিষ্ট নহেন।

(৩) আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটির সভা অনুষ্ঠানের কমপক্ষে ৩ (তিন) দিন পূর্বে সদস্যগণের নিকট নোটিশ প্রেরণ নিশ্চিত করিতে হইবে।

(৪) আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটির সভা, সভাপতির সম্মতি সাপেক্ষে, সদস্যগণের সম্মুখ উপস্থিতি, ভিডিও কনফারেন্স, ওয়েব কনফারেন্স বা টেলি-কনফারেন্স বা অনুরূপ অন্য কোনো মাধ্যমে করা যাইবে।

(৫) আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটির সভার কার্যবিবরণী কমিটির সভাপতিসহ উপস্থিত সদস্যগণ কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইতে হইবে।

(৬) চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষ আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করিবে।

৮। **আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটির সদস্যগণের সম্মানী।**—পিপিপি কর্তৃপক্ষ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অনুমোদন সাপেক্ষে, আদেশ দ্বারা, আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটির সভায় উপস্থিত সদস্যগণের জন্য সম্মানী নির্ধারণ করিতে পারিবে।

৯। **কারিগরি, আইনগত বা ট্রানজেকশন পরামর্শক নিয়োগ।**—(১) আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটিকে বিশেষজ্ঞ তথ্য বা উপাত্ত প্রদান বা অন্য কোনোভাবে সহায়তা প্রদানের নিমিত্ত, পিপিপি কর্তৃপক্ষ এক বা একাধিক কারিগরি, আইনগত বা ট্রানজেকশন পরামর্শক নিয়োগ করিতে পারিবে।

(২) পিপিপি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জারীকৃত কোনো সুনির্দিষ্ট প্রকিউরমেন্ট নীতিমালা না থাকিলে, উপ-বিধি (১) এর অধীন কারিগরি, আইনগত বা ট্রানজেকশন পরামর্শক নিয়োগের ক্ষেত্রে, পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬ এবং উহার অধীন প্রণীত বিধিমালা অনুসরণ করিতে হইবে।

১০। **জাতীয় অগ্রাধিকার প্রকল্প চূড়ান্ত অনুমোদন প্রক্রিয়া।**—(১) আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি পিপিপি চুক্তির খসড়া চূড়ান্ত করিবার পর, উহার উপর পিপিপি কর্তৃপক্ষের মতামত গ্রহণপূর্বক চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করিবে।

(২) চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষ উপ-বিধি (১) এর অধীন পিপিপি চুক্তির খসড়া প্রাপ্তির পর, উহার উপর Rules of Business, 1996 এর বিধান অনুযায়ী নিরীক্ষার জন্য লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে প্রেরণ করিবে।

(৩) চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষ উপ-বিধি (২) এর অধীন নিরীক্ষিত পিপিপি চুক্তির খসড়া প্রাপ্তির পর, উহা চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য মন্ত্রিসভা কমিটিতে উত্থাপন করিবে।

১১। **পিপিপি চুক্তি সম্পাদন।**—(১) মন্ত্রিসভা কমিটির চূড়ান্ত অনুমোদন প্রাপ্তির পর, চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষ নির্বাচিত বেসরকারি অংশীদারের নিকট স্বীকৃতিপত্র (Letter of Award) প্রেরণ করিবে।

(২) স্বীকৃতিপত্র প্রেরণের পর, চুক্তিকারী কর্তৃপক্ষ চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত বেসরকারি অংশীদারের সহিত আইনের ধারা ২৩ এর বিধান অনুসরণে পিপিপি চুক্তি সম্পাদন করিবে।

১২। **প্রণোদনা প্রদান।**—পিপিপি প্রকল্পের জন্য আইনের ধারা ১৭ এর অধীন প্রদেয় প্রণোদনা জাতীয় অগ্রাধিকার প্রকল্পের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হইবে।

১৩। **পিপিপি প্রকল্পের সহিত সংযুক্ত কম্পোনেন্ট।**—জাতীয় অগ্রাধিকার প্রকল্পের ক্ষেত্রে, প্রয়োজনে, উহার সহিত সংযুক্ত কম্পোনেন্ট বা সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ড, যেমন-জমি অধিগ্রহণ, পুনর্বাসন এবং বসতি স্থাপন, উপযোগী সেবা সরবরাহ, সংযোগ সড়ক নির্মাণ এবং অনুরূপ প্রকৃতির যে কোনো কার্য সম্পাদন করা আবশ্যক হইলে, সরকার, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ, প্রতিষ্ঠান, সংস্থা বা এজেন্সির মাধ্যমে, পিপিপি চুক্তিতে বিধৃত শর্তাদি সাপেক্ষে, আইনের ধারা ১৬ এর দফা (ঘ) তে উল্লিখিত কর্মকাণ্ডের বিপরীতে অর্থায়ন করিতে পারিবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

দেবব্রত চক্রবর্তী
পরিচালক।

মোঃ লাল হোসেন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ ছরোয়ার হোসেন, উপপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website : www.bgpress.gov.bd